সম্পাদক

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড, স্বত্বাধিকারী, আশুতোষ লাইব্রেরি। ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা এবং ৩৮ জন্‌সন রোড, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

এক টাকা

মুদ্রাকর: শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস। ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
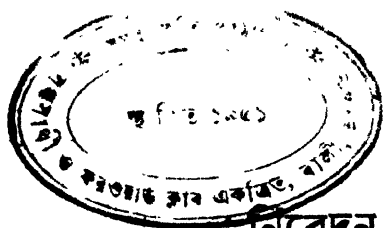
নিবেদন

সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ **চন্দ্রশেখর** প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থমালার প্রথম দুইটি উপন্যাস **আনন্দমঠ** এবং **কপালকুণ্ডলা** যে ভাবে সমাদৃত হইয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে বঙ্কিমের উপন্যাসগ্রন্থ সমূহের এরূপ সংক্ষেপিত সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। দুই মাসের মধ্যেই সংক্ষেপিত আনন্দমঠের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হইয়াছে। কপালকুণ্ডলারও দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভবতঃ অগৌণে প্রকাশ করা প্রয়োজন হইবে। আশা করি চন্দ্রশেখরও অনুরূপ সমাদর লাভে বঞ্চিত হইবে না। নিবেদন ইতি—

আশুতোষ কলেজ
কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের

প্রধান চরিত্রসমূহ

প্রতাপ	আমীর হোসেন
চন্দ্রশেখর	ইব্রাহিম খাঁ
রমানন্দ স্বামী	মহম্মদ ইর্ফান্
রামচরণ	লরেন্স ফষ্টর
জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়	সনক
মীর কাসেম	আমিয়ট
গুর্গন্ খাঁ	জন্সন্
তকি খাঁ	গল্‌ষ্টন
শৈবলিনী	রূপসী
সুন্দরী	দলনী

কুলসম

চন্দ্রশেখর

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল। বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।

বালিকা, বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে ; নিকটে হৃষ্টা-পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে

দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল। তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষি-শাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময় সুপক্ব আম্র পাড়িয়া দিত।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন প্রতাপও আর বালক নহে, শৈবলিনীও বালিকা নহে। শৈশবে উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল যৌবনে তাহা আরও গভীর হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাহ হইল না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, সেই কারণে প্রতাপের সহিত তাহার বিবাহে বাধা হয়। যখন দেখা গেল বিবাহের কোনো সম্ভাবনাই নাই তখন দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল।

পরামর্শ ঠিক হইলে দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল,—"আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।" দুই জনেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলেই পারিত না। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন, এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল।

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পানসি বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে এক লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।

এই বিবাহের আট বৎসরের পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম খণ্ড

দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে অন্তঃপুরে রঙ্গমহলে এক স্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই।

এক সুন্দরী যুবতী ঐ গৃহের মধ্যে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র বীণা বাজাইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন, এমন সময় দ্বারে বাহকদের পদশব্দ শোনা গেল। ক্ষণেক পরেই নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে নামিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে? যাহা গায়িতেছিলে, গাও, আমি শুনিব।"

তখন দলনী বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতায় ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়।"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে চাহেন?"

মীর কাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিলেন, "যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজ-উদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী বলিল, "কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?"

মীর কাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “জাঁহাপনা, আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?”

মীর কাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখিলেন?”

মীর কাসেম বলিলেন, “যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।”

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীর মুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, “মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে যে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?”

ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী[১] ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ি যাই।"

শৈ। আমি উঠব না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

১. সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসীর কন্যা, সম্বন্ধে ভগিনী।

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া, জলমধ্যে বসিয়া রহিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া জলের নিকট আসিয়া বলিল, "হম্ again আয়া হ্যায়।"

শৈ। কেন যমের বাড়ির কি এই পথ?

ইংরেজ। যম: John you mean? হম্ জন্ নহি, হম্ লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম—লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

ফষ্টর চলিয়া গেলে, শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল-কলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন

করিয়া নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া, মৃৎপ্রদীপ-সম্মুখে তুলটে হাতে লেখা পুথি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত—তদুপরি চন্দন-রেখা। শৈবলিনী গৃহ-প্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব?' কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না।

পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুর্শিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল।

অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে।"

লরেন্স ফষ্টর যে দিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয় জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজকর্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল;

দেখিল, দ্রব্যসামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই।

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস-দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না; রক্ষকেরা ভদ্রহাটীর ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি পরা—শাড়ির রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আল্‌তার চুবড়ি। রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আল্‌তা পরাইতে লাগিল।

শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তুমি কাঁদছ?"

নাপিতানী মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ, কাঁদছ," বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও। আমার এই শাড়ি পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুবড়ি নাও। ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন ক'রে?"

সু। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্‌কি গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গি একটু দূরে রাখিয়া আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই শাড়ি পর, এই আল্‌তার চুবড়ি

নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গিতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গিতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গি খুলিয়া দিয়া, তোমায় বাড়ি লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা ?"

সু। আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ি যাইব।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখনও ঘুচিবে ? মরিতে হয়, না হয় মরিব ;—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি ? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না, মনে করিও, আমি মরিয়াছি।"

তখন সুন্দরী রোদন সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল ; নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আল্‌তার চুবড়ি জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন; দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না। সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা করেন না—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে, চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রশেখর

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি !"

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত-কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

* * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্র করিলেন। সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয়মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

কুল্‌সম্‌ ও গুর্‌গন্‌ খাঁ

"না, চিড়িয়া নাচিবে না · তুই এখন তোর গল্প বল্‌।"

নিকটে এক জন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্‌।"

কুল্‌সম্‌ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার-বোঝাই দুইখানি কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে এক জন ইংরেজ চড়ন্দার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, 'নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে।' গুর্‌গন্‌ খাঁ বলেন, 'লড়াই বাধে বাধুক, নৌকা ছাড়িব না'।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে।

* পাটনা।

দ। তা গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন ?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে।

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল। পরে কহিল, "কুল্‌সম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পারিস্ ?"

কু। কি ?

দ। একবার গুর্‌গন্ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা কারলেন, "কি বলিস্ ?"

কু। পত্র কে দিবে ?

দ। আমি।

কু। সে কি ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?

দ। প্রায়।

পরে কুল্‌সম্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুর্‌গন্ খাঁ।

তিনি জাতিতে আর্‌মানি, ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্র-বিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু গুণবিশিষ্ট এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গন্‌ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া গুর্‌গন্‌ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গন্‌ খাঁ বলিলেন, “সব দ্বার খোলা আছে ?”

চোপদার কহিল, “আছে ”

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে ? এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ ?

চোপদার কহিল, “হুকুম তামিল হইয়াছে।”

গুর্। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গন্‌ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—এখন মীর কাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীর কাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ।

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গন্‌ খাঁ তাহাকে পৃথক্‌ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গন্‌ খাঁ বলিলেন, “তুমি এ দুঃসাহসিক কাজ কেন করিলে ? নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি

করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে দুই জনকেই বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করিতেছ। এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে?

দ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ কথা কি সত্য?

গুর্। হউক, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি? হয় হউক না।

দ। এ যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্গন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীর কাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাসেম আমার স্বামী? অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ।” এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গন্ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীর কাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্‌গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দলনীর কি হইল ?

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন ?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষ সেই আশ্রয়বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, "এখানে তোমরা কে ?"

কুল্‌সম্ কহিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে ?"

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। যদি আমাদিগের বিপদ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন ; এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন,—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন।"

তখন দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন। লিপি সমাপ্ত হইলে দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায় ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

ব্রহ্মচারী সূর্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্বার পূর্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন; দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কালযাপন কর।"

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল।

প্রতাপ

সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিত। তাহার স্বামী শ্রীনাথ কখনও কখনও শ্বশুরবাড়ি আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপৎকালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়িতেই থাকিত।

সুন্দরী পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব, তাহার বিষয়ে বড় কু-স্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরী রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেল।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ। শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের

বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে, চন্দ্রশেখর কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা।—তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। সুন্দরীর শিবিকা তাহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সাদরে গৃহে লইয়া গেল।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলেন।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম। সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক, সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিসকে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব এক জন চতুর কর্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক ছিল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে এবং কলিকাতায় কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্যের জন্য গবর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই

পশ্চিমযাত্রা করিতে হইল। তিনি শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গেরে আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে গুর্‌গন্ খাঁ নৌকা আটক করিলেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহি পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহি। এইখানিতেই অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর এক জন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহি বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

তীরে একটা কসাড়বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুমদার?" প্রতাপ

রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, এক জন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমন সময় কসাড়বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবাইয়া রহিল।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার তেলিঙ্গা প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে, কসাড়বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তন্মুহূর্তে কসাড়বনের ভিতর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া প্রহরীর ন্যায় গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময় কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া বজরার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিলেন, এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির-জলে গিয়াছে।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর এক তেলিঙ্গা সিপাহি নৌকার ছাদের উপর বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহির হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল, বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তস্থিত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন; তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে আর কাহাকে কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক্। আর সকলে যেখানে যে আছে,—সেখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল।

কসাড়বনে লুক্কায়িত রামচরণ প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।
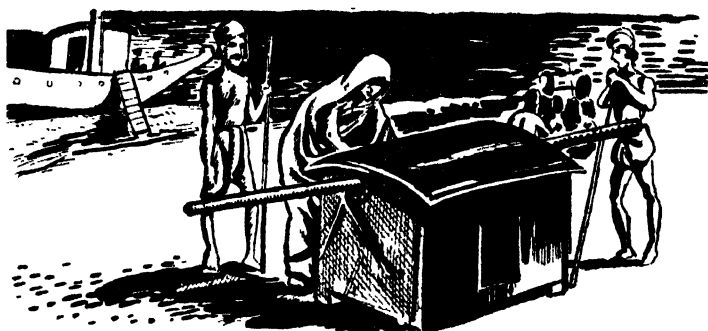
বজ্রাঘাত

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাঁহার দাসী পার্বতী। প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিলেন।

যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। শৈবলিনী পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে।

শৈবলিনী বলিলেন, "একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না, তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারিদণ্ড কাল পর্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া এক চরে লাগিল। পরে তথায় কয়েক জন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?—কোথায় যাইব?" রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর; কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিলেন। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন; রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখন দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাহারা ছিল,

সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না, উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

প্রতাপ রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পালকি জগৎ-শেঠের গৃহে লইয়া যাইও। রামচরণ পথে ভাবিল, 'এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব?' এই ভাবিয়া সে পালকি বাসায় আনিল।

প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন।

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন,—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছিল।

প্রতাপ বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া

বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহি প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতাপের বাসা পর্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তখন আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট

সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল —কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারি জন সিপাহি এবং এক জন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুই জন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্ নামক দুই জন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্ সিপাহি লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, 'এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।'

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুই জনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃতভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে ইণ্ডিল-মিণ্ডিল বলিত—রামচরণ মনে মনে বলিল,

"রসো বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল-মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।"

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিল। দ্বার খড়-খড়, ছড়-ছড়, ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল; রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সে বার কপাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক," বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আমবাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আট জন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়িতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্তিকা এক জন সিপাহির হস্তে দিলেন। বর্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন এই ?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। কিন্তু বলিল, "হ্যাঁ।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। রামচরণ ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ চরণে আহত হইল, চলিবার শক্তিরহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক। ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ? কেন আসিয়াছ ?"

গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

জন্‌সন্ প্রতাপের এক হাত ধরিলেন, গল্‌ষ্টন আর এক হাত ধরিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। দুই জন সিপাহি রামচরণকেও টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগরিত হইয়া মহাভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল।

বকাউল্লা দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি।"

জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন্ দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্ মহা ভীত এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিলেন। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতকালে তাঁহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কু-স্বপ্ন দেখিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড

রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে এক্ জন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ বিজ্ঞের কাছে একই।"

যেই পরোপকারী. সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তাঁহার সুকণ্ঠ-নির্গত অপূর্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে

তূর্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

এ দিকে যথাসময়ে ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেষ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্‌সম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিলেন, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল।

খোজা শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকট লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই। দুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিলেন। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্গন্ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এক জন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিলেন, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ি কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিলেন।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিলেন।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব? আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয় আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন।"

সংবাদ আসিল, গুর্‌গন্ খাঁ হাজির। নবাব শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

নূতন শখ

নবাব গুর্‌গন্‌ খাঁকে অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "আমার বিবেচনায় আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্তব্য। কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল ?"

গুর্‌। তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব ? তাহারা এ শহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি ! বিনা এত্তেলায় ?

গুর্‌। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক এক জনকে রাখিয়া গিয়াছে !

নবাব। এইরূপ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি ?

গুর্‌। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়ন্দার ইংরেজকে কে কা'ল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের

লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে, শুনিয়াছ?

গুর্‌। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াত দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্‌। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সংবাদ দাও নাই কেন?

গুর্‌। আমি এইমাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্‌গন্‌ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

নবাব গুর্‌গন্‌ খাঁকে বিদায় দিলেন।

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, "মুর্‌শিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুর্‌শিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক, অগ্রে পঁহুছিবে।"

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুর্শিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহা-দিগকে ধরিবে।"

শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাতযোড় করিলেন। বলিলেন, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা—মার্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে, তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন; বলিলেন, "কে তাহাকে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন, "প্রভু! না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব বুঝিলেন, এ সামান্য স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন,

মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই, নহিলে মুর্‌শিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্যসিদ্ধি করিবে।

নবাব চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে এক জন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া এইক্ষণেই মুর্‌শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

কাঁদে
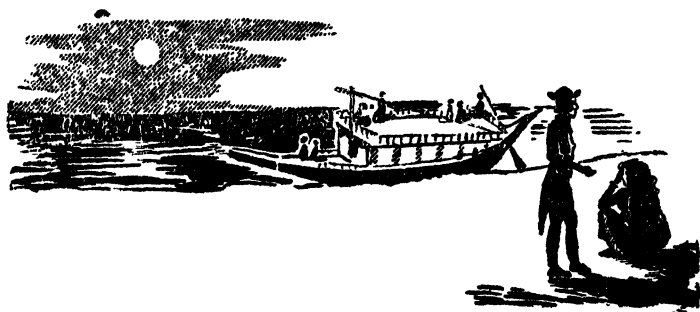
জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। নদীর উপকূলে বালুকাভূমে তরণী-শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে।

এই তরণী-শ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহির পাহারা। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুই জনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। এক জন সুরাপান করিতেছেন ও পড়িতেছেন। এক জন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্‌ বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে?"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে, কিন্তু সেই

জলভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তর-মধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাহার কথার উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিলেন। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা শৈবলিনীকে বাবুর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। শৈবলিনী বলিলেন, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন সিপাহি ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী এক জন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে, দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহিদের কাছে গেল। সিপাহিদিগের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পানসিতে একা প্রতাপ; বাহিরে, আগে পিছে শান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ও গো ঠাকুর! তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে? একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে, দুটি দিতে পার?"

প্রতাপ বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা শান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল।

শান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে!

শৈবলিনী কানে কানে বলিলেন, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল, আমি পাগল, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।"

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইলেন। শান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া

প্রতাপ সিপাহিকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহি পানসি হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহি পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর।" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিলেন। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

এই সময়ে শৈবলিনী যে নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিলেন সেখানি দেখিয়া অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে, এ সেই লরেন্স ফষ্টরের নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিত হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাহার ছাদে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকৃড়ো! পাকৃড়ো! হামারা বিবি।"

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। প্রতাপ বলিলেন, "আমি ধরিতেছি, তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্তী ব্যক্তি প্রতাপ।

অগাধ জলে সাঁতার

দুই জনে সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল।

প্রতাপ ডাকিলেন,—"শৈবলিনী—শৈ।"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিলেন,—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল।

প্রতাপ বলিলেন, "শৈ! মনে পড়ে? আর একদিন এমনই সাঁতার দিয়াছিলাম।"

শৈবলিনী উত্তর দিলেন না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, শৈবলিনী তাহা ধরিলেন। প্রতাপকে বলিলেন, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিলেন; বলিলেন, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?"

শৈবলিনী বলিলেন, "পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ নিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িলেন।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব।

শৈ। কি চাও প্রতাপ? যা বল, তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ, প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশবর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব।

শৈবলিনী বলিলেন, "তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর।

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিলেন।

তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী বলিলেন, "প্রতাপ, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। শুন, তোমার শপথ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতেই আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

প্রতাপ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "চল তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিলেন।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিলেন। ছিপ নিকটে ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহ জানিতেন না যে, রমানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

প্রতাপ তো পলাইলেন, রামচরণ কি করে? তিনি যতদিন আমিয়টের নৌকায় বন্দী ছিলেন রামচরণও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত রহিয়া গিয়াছিল। আমিয়ট তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে বলিল, ভাঙ্গা পা লইয়া সে কোথায় যাইবে? বরং সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহার ভাঙ্গা পা জোড়া দিবার হুকুম দেন তবে সে উপকৃত হয়। আমিয়ট হাসিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। কয়েকদিনের চিকিৎসায় তাহার পা সারিয়া গেল। যখন দেখিল প্রতাপ পলায়ন করিয়াছেন তখন রামচরণও নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পর্বতোপরি

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র সকল ঢাকিল। মেঘ ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, তাহার তলে অনন্ত সর্বাবরণকারী অন্ধকার, তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া তীরে লাগিয়াছিল। সেই সময়ে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিলেন। মনে তাঁহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাঁহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই তাঁহার সন্ধান করিবেন। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিলেন, ততদূর চলিলেন। ভারতবর্ষের কটিবন্ধ-স্বরূপ যে গিরিশ্রেণী অদূরে তাহা দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি-আরোহণ আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। আর পর্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টক-বনে উপবেশন করিলেন।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল ; ঝড় থামিল না, কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিলেন যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। এমন সময় সেই মনুষ্যশূন্য পর্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী বুঝিলেন যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। বুঝিলেন যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্বতারোহণ করিতেছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রতাপ কি করিলেন ?

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন, সেই রাত্রি-প্রভাতে প্রতাপ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে না দেখিয়া, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে।

প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে

নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্‌যোগের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তারপর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্তব্য, এই কার্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে। আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না?

তারপর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য না হউক, লুঠপাট হইতে পারে। যে গ্রাম ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানেই রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্যসামগ্রী যাইতেছে, সেইখানেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ-সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ-বিনাশের সামান্য উপায়মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোসামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা

হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশ আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল। কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে!"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুর্‌গন্‌ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

শৈবলিনী কি করিল ?

মহান্ধকারময় পর্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্বতারোহণশ্রান্তি ; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ, শরীরও নিতান্ত বিকল—নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্ধনিদ্রাভিভূত, অর্ধজাগ্রদবস্থায় রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শৈবলিনীর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে তিনি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন তিনি যেন অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অনেকক্ষণ এইরূপ স্বপ্নাবস্থায় নরকযন্ত্রণা ভোগের পর শৈবলিনীর ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিল। কিন্তু তখনও স্বপ্নের ঘোর কাটিল না।

শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিলেন, "আমার কি হবে? আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি সে ব্রত? কি করিব?"

উত্তর। তোমার ও চীরবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইলেন। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি করিব?"

উত্তর। তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর। হাঁ, গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিবে। ভূতলে শয়ন করিবে। ফলমূল পত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না। জটা ধারণ করিবে। একবারমাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইলেন না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যেই হউন, জানিতে

চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়? আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?"

উত্তর। তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। কোন উপায়ে কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না?

যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া সরল-চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিলেন—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইলেন না—কেবল একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইলেন। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিলেন না। প্রায় অনশনে সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইলেন।

সেই অবস্থায় শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, পিশাচেরা তাঁহার মৃতদেহ লইয়া শূন্যে উঠিতে লাগিল, তাহার পর সেখান হইতে পূতিগন্ধময় নরকের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। শৈবলিনী যেন তখন কাতরভাবে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর তখন বোধ হইল কে যেন

তাহাকে কোলে করিয়া বসাইলেন। তাঁহার আগমনে বীভৎস নরক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই অবস্থায় শৈবলিনীর চেতনা ফিরিয়া আসিল।

শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাত-কূজন শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রহিয়াছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারিবেশে চন্দ্রশেখর।

দুই চারি কথার পরই শৈবলিনী অসংলগ্ন বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখের ভাবও অস্বাভাবিক হইল। চন্দ্রশেখর বুঝিলেন শৈবলিনীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণ-বদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন—কখনও হাসিতে লাগিলেন—কখনও কাঁদিতে লাগিলেন—কখনও গায়িতে লাগিলেন।

পঞ্চম খণ্ড
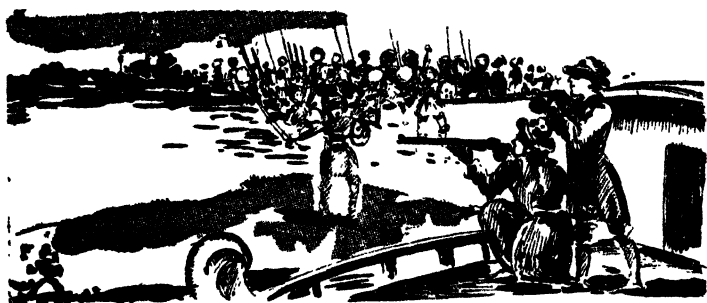
আমিয়টের পরিণাম

মুর্‌শিদাবাদে আসিয়া ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীর কাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সংবাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন ; কিন্তু প্রফুল্ল-মনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্তব্য কি না? গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে

যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, "যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি এবং অসদ্ভাব যতদূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি?" আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহিগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্সন্ বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?"

আমিয়ট বলিলেন, "এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব, সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শস্ত্রহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও এবং দুই জন সিপাহি সঙ্গে দাও, বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহিগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজে ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহি এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্সম্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহি সঙ্গে ফষ্টরের নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সংবাদ দিতে গেল।

এ সংবাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে তীর হইতে বন্দুকের দশ বারোটা শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলীবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলী প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহিরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে হুলস্থূল পড়িল।

মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল।

নৌকামধ্য হইতে আমিয়ট, গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল।

কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কল-কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস; বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন যবন আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল; দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন্ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বারো জন যবনে গল্‌ষ্টন্‌কে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং অচিরাৎ বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপরে শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া দিয়াছিল।

আবার সেই

যখন রামচরণের গুলী খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল ; তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সংবাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধানমতে ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল, কিন্তু এখন সে রুগ্ন, বলহীন,—আর সে সাহস, সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটী ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মনেই সঙ্গ ছাড়িল না।

এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না।

ফষ্টর দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ? উহা তোমাদের লোকের নৌকা—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।"

দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফষ্টর। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দলনী তখন বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই নামিল না।

দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা একবার তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে, কিন্তু নৌকা ভিড়িল না।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী আর গঙ্গাগর্ভ-মধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে তীব্রতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্বতারোহণ করিয়াছিল।

পার্শ্ববর্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি, তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি, তুমি এই বিজনে দুরাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ ছুটিল। আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?"

দলনী বলিল, "যাইব কোথায়? এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর, কে আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। তোমাকে মুর্‌শিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন।"

দলনী বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে মুর্‌শিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুর্‌শিদাবাদে চলিল। দলনীপতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

নৃত্য-গীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ্ জগৎশেঠ এবং মাহতাব্‌চন্দ্ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় মণ্ডপমধ্যে নর্তকীর রত্নাভরণ হইতে অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার - করেন; কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান-সৈন্য প্রেরিত হইয়া পাটনা পুনর্বার মীর কাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গন্ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্যগীত উপলক্ষ্যমাত্র। জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না।

সকলে যাহা করে তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সংগীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গন্‌ খাঁ মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষে বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ-সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গন্‌ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কথাবার্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল।

গুর্‌গন্‌ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব, আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহতাব্‌চন্দ্‌। কি মতলব?

গুর্‌। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার আরম্ভ না করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গন্‌ খাঁ বলিলেন, "তবে টাকার আঞ্জমটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

মাহতাব্‌ বলিলেন, "আমরা রাজী আছি—আমাদের মূলধন স্দে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

দলনী কি করিল ?

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবে। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই ; পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি নবাবের সমীপে মিথ্যাকথা-পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতে-ছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মান-

পূর্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হুজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরাজদিগের সঙ্গী, খান্‌সামা, নাবিক, সিপাহি প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাত শুনিয়াছেন যে বেগম আমিয়টের নৌকায় বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্‌গণের নিকট বাস করিব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।' এমন অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য করিবেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

ষষ্ঠ খণ্ড

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীর কাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীর কাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তারপর গুর্‌গন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। মীর কাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব, আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিল।

দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন যথার্থ বটে, জাল নহে। বলিলেন, "কই, বিষ?"

"কই বিষ" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দলনী। আমার রাজার হুকুম, আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল।

মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি অর্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

করিমন্ নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের

পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হাকিমের নিকট হইতে আমাকে এমন ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

হাকিম ঔষধ দিল।

মহম্মদ তকি শুনিয়া দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে ঊর্ধ্বমুখে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্ফারিত পদ্মপলাশচক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বাহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে ধীরে শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল

সম্রাট্ ও বরাট্

মীর কাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুষ্পার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিল।

মীর কাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে সৈয়দ আমীর হোসেন একদা জানাইল, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

নবাব স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলে—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস্ বাদী—মরিবি ?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়? দলনী বিবি কোথায়? পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি।

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিক হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না, এই সময় শুনুন। শুনুন, সুবে বাঙ্গালা-বেহারের মীর কাসেম নামে এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন্ খাঁর ভগিনী। গুর্‌গন্ খাঁ ও দৌলত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গন্ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্‌বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন্

খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন আর নিষেধ; ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীকে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাঁহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় শয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব?"

এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। শুন, বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজ-উদ্দৌলার ন্যায় ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব। আলি ইব্রাহিম খাঁ! তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনীকে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এত দিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান্ বিদায় হইল।

তাহার পর নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী বেগমকে মুঙ্গেরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার?"

মহম্মদ্ ইর্‌ফান্ বলিল, "হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেখ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্‌গন খাঁ কত দূর?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

জন ষ্ট্যাল্‌কার্ট

কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্যসকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া ফষ্টরের অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়।

ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস্ বা জার্মান মীর কাসেমের সেনাদলের মধ্যে সৈনিককার্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া জন ষ্ট্যাল্‌কার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর

শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার এক জন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্‌ আসিল; ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুলসম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারের জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহি দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।"

আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে।

পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছেন, তবু শৈবলিনী সরিলেনও না, ঘোমটাও টানিলেন না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে, তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদসহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর ঔষধ-প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ-প্রয়োগের শুভলগ্ন অবধারিত হইল।

অবধারিতকালে চন্দ্রশেখর ঔষধ-প্রয়োগার্থ উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শোয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্বক শয়ন করাইল।

চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডুষ গণ্ডুষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িলেন—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন।

এইরূপ নিদ্রাভিভূত অবস্থায় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পাইলেও শৈবলিনী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া গেলেন। যে প্রশ্নের উত্তর তাঁহার জানিবার কথা নয় রমানন্দ স্বামীর যোগবলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শৈবলিনী সে সকল প্রশ্নেরও সদুত্তর দিলেন। চন্দ্রশেখর নিঃসংশয় হইলেন যে প্রতাপ ও শৈবলিনী বাল্যকাল হইতে পরস্পরের অনুরক্ত হইলেও উহাদের সম্বন্ধ নির্মল। বুঝিলেন প্রতাপ জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ এবং শৈবলিনী সাধ্বী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে দূরে অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের শব্দ?" শৈবলিনী যোগবলের প্রভাবে বলিলেন, "নবাবের সৈনিক মহম্মদ ইর্‌ফান্ আসিতেছে।" সত্য সত্যই কিছুক্ষণের মধ্যেই মহম্মদ ইর্‌ফান্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীর কাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত ?"

মহম্মদ ইর্ফান্ বলিল, "সকলেই উপস্থিত।"

নবাব প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

লরেন্স ফষ্টর। আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।

নবাব। তুমি কোন্ জাতি ?

ফষ্টর। ইংরেজ।

নবাব বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে পারিবে ?"

ফ। ইংরেজ কখনও মিথ্যা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ চন্দ্রশেখরকে আনিল। নবাব চন্দ্র-শেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল, বাঁদী কুল্‌সম্‌ কোথায়?

কুল্‌সম্‌ আসিল; নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিল।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্‌ বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?"

কুল্‌সম্‌ আনুপূর্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"জাহাঁপনা! আমি এই আমদরবারে এই পাপিষ্ঠ

স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন। সে আমার প্রভুপত্নীর নামে অপবাদ দিয়া, আবার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাহাঁপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্‌ বিস্ফারিতলোচনে গর্জন করিয়া বলিল, "আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ্,—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর্।"

নবাব বলিলেন, "কেমন ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।"

ফষ্টর যাহা জানিত স্বরূপ বলিল, তাহাতে সকলেই বুঝিল দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার এক জন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্‌ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! যদি এই

ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

ফষ্টর বলিল, "এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা, আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইলেন। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা—জীর্ণ-সংকীর্ণ-বাসপরিহিতা—অরঞ্জিত-কুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি! ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে, অনুমতি করুন। আমি উত্তর দিব না।

ফষ্টরের দৃষ্টি তাঁবুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক

জটাজুটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতি-রঞ্জিত পুরুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষুপ্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাজুটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজল-জলদ-গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল, যেন কেহ বলিতেছে—"শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন ?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুই জনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

এমন সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুরুম্ ধুরুম্, ধুম্ ধুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও ?"

ইর্‌ফান্‌ কাতরস্বরে বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ এবং ভৃত্যগণ ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্‌, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল; নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক ধূমে অন্ধকার, কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই, চল আমরা পলায়ন-পরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্তী হই।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দু-সেনা দৃঢ় পর্বতরন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া ইংরেজগণের সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে তাহাদিগের নায়ক অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।" এই বলিয়া প্রতাপ তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই ?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিলেন—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিলেন—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্যস্বরে প্রতাপকে বলিলেন, "আমার একটা কথা কানে কানে শুনিবে ? আমি দূষণীয় কিছু বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম ?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া

অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল।

শৈবলিনী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী নহে, প্রতাপকে তিনি ভালবাসিতেন সত্য। আজ স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিলে সে কথা তিনি জানাইয়া দিতে চান। কোন কথাই তিনি স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চান না। তাঁহার ইচ্ছা পূর্বকথা বলিয়া তিনি চন্দ্রশেখরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লন।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন; বলিলেন, "বলিও, আশীর্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাত পূর্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমন-কালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?"

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন।

রমানন্দ গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই; কয়েক জন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রমানন্দ স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন সেই প্রতাপ; আহত মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য হস্তোত্তোলন করিতে উদ্‌যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। আর কেহ কখনও রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিত-ব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে, সন্দেহ নাই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায় অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

—সমাপ্ত—